বৈষম্য

কাজী সাইফুল ইসলাম।

বৈষম্য আর পুঁজিতন্ত্রের বার্তা নিয়ে ঘুরেছি বহু পথ।
সিডনি, টরেন্টো, অটোয়া, মাদ্রিদ, ঘুরে এসেছি পেরিসে।
দেখেছি চোখ ধাঁধানো আলোক সজ্জা আর আকাশচুম্বি অট্টালিকার সারি,
প্রশস্ত স্বচ্ছ রাস্তা, বাহারি গাড়ি আর অবিরম জ্বালতে থাকা ল্যাম্পপোষ্ট।
ধুলোহীন ঝকঝকে শহর, তবে কৃত্রিম আর অবিশ্বাসে ঠাসা।
ফর্সা রঙ করা নারী মুখ আর নগ্ন যৌবন বাসের বাড়াবাড়ি।
তুবও হেটে চলেছি অন্তহীন; কায়রো, বার্লিন, পার হয়ে অষ্ট্রিয়া।
লন্ডনের পথে দেখেছি সভ্যতার ছাপ, বড় জীর্ণ, অপবিত্র আর অপরিণত।
মস্কোর পথে দেখিছি সাম্যবাদীদের কঙ্কালসার দেহ আর
মার্কস, লেনিনের মাথা ভাঙা স্টাচু।
সাম্যের অবয়ব নজরুল, গোর্কি আর চেগুয়ে ভারার সমাধিতে কেঁদেছিল দিনের পর দিন।
মিথ্যে গণতন্ত্রের আড়ালে পুঁজিবাদীদের লুটপাট,
ক্ষুধা আর বৈষম্যের মহামারিতে মরছে মানুষ।
ক্লান্ত পায়ে কাবুলে এসে দেখি যুদ্ধ।
ধুলোয় মিশেছে বাগদাদ।
ধর্ম যুদ্ধ? না কি ঐশ্বর্য পুঁজি করনের নগ্ন প্রতিযোগীতা?
কুয়াশায় ফেসে-ফেসে গিয়ে দাঁড়িয়েছি ইংলিশ চ্যানেল।
সমুদ্রের গভীর তলদেশও জয় করেছে মানুষ!
সমুদ্রের সেই গভীরে দিনে-রাতে হুইচাল বাজিয়ে ছুটে চলেছে ট্রেন।
কখন যেন আঁধারের গায়ে ফেসে চলে এলাম সোমালিয়ায়।
আঁতকে উঠি! কি বীভৎস! অসহ্য আর অপ্রত্যাশিত।
ক্ষুধায় মরেছে মানুষ; চলছে দুর্ভিক্ষ!
বুকের রক্ত হিম হয়ে চোখ ফেটে বের হতে লাগলো রক্তের খন্ড।
বুঝলাম, মানুষ দুর্গম সমুদ্রতল জয় করেছে ঠিকই, কিন্তু ক্ষুধাকে জয় করতে পারেনি আজও,
যা ছিল মানুষের সবচেয়ে প্রথম কাজ।
খাদ্যের আভাবে মরছে মানুষ!
প্রবল হতাশায় ছুটে চলি রোমের পথে-পথে,
দেখি স্লেফ আর গ্লাডিএটরের নিপীড়িত বিদায়ী আত্মার
আট্ট হাসিতে কাঁপছে রোমক্লোজম।
কাঁদছে জুলিয়াস সিজার আর আলেকজান্দ্রিয়ার বিষাদিত ভুমিতে
শুয়ে আছে এনথনি আর ক্লিওপ্রেট্টা।
এথেন্সের পথে এসে থমকে দাঁড়াই,
দেখি সক্রেটিসের সমাধিতে কোটি মানুষে ভিড়,
মুক্তি আর সাম্য চায় তারা।
প্রবল এক ঝঞ্ঝায় চলে এলাম বোষ্টন, ওয়াশিংটন, ক্যালিফোর্নিয়া,
কলোরাডো, সানফ্রান্সিকো, নিউইয়ার্কে এসে দেখি
ওয়ালস্ট্রিটে চলছে অদমনীম বিক্ষোভ।
সারা পৃথিবীর সচেতন মানুষগুলো জড়ো হয়েছে সেখানে।
বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ক্ষিপ্র কণ্ঠে বলছে, বিশ্বের সব সম্পদ এসে জমা হয়েছে
কিছু মানুষের হাতে। তাদের সংখ্যা এক ভাগেরও কম।
যার জন্য খাদ্যের অভাবে মরছে পৃথিবীর মানুষ, ভূমিহীন হচ্ছে দিনে পর দিন।
টাইম্‌স স্কয়ার থেকে ফিরতে দেখি মাধবীলতার সেই শান্ত চোখ।
এত গভীর আর শান্ত আগে কখনো দেখি নি।

ম্যনিলার প্যাসিগ নদীর জলে ধোয়া চোখ, আর মুদ্রিত দৃষ্টি।
দিল্লী, কলকাতা পেরিয়ে ঢাকায় এসে দেখি,
পুজিবাজার লুটে নিচ্ছে পুঁজিতন্ত্রের লুটেরার দল।
বেইজং গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি মাও সেতুং-এর সমাধিতে।
পিয়ংইয়াং-এ চলছে সাম্যের গান;
মন ভাল করা গান।
নিশুতি রাতে এক ঝাক নক্ষত্রের মতো দেখি মাধবীলতার চোখ।
কে যেন এসে বলে যায়, গণতন্ত্র বলে কিছুই নেই,
বিশ্ব জুড়ে চলছে পুঁজিতন্ত্রের কাড়াকাড়ি।
তবুও মাধবীলাতার চোখে তাকিয়ে অপেক্ষায় থাকি;
অকুণ্ঠিত সাম্য আর বৈষম্যহীন সমাজ ফিরে পাবার আশায়।

ফিরে এসো

কাজী সাইফুল ইসলাম।

এক

সেদিন সন্ধ্যায়; সূর্য ডুবে যাওয়ার কিছু আগে
তুমি বললে, ঝিলের ধারে যাবো।
আমি বললাম, একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে যে।
তুমি আমার হাত ধরে তোমার গভীর দৃষ্টিতে আমায় ভাসিয়ে নিয়ে
বললে, চলো না প্লিজ।
তোমার চোখের তারায় সেদিন হারিয়েছিলাম নিজেকে।
একটি বারের জন্যও ভাবিনি, কিংবা
ভাবার অবকাশ ছিলনা, তাতেই সর্বনাস হবে আমার।

সুর্যের শেষ শান্ত রেখার পথে; হেঁটে চল্লাম তোমার হাত ধরে।
তখন শীতের শেষ।
বসন্ত আগমনের প্রকৃতিতে চলছে নতুন উৎসব।
বহু দিন ধরে ঘন কুয়াশায় মুড়ে থাকা প্রকৃতি যেন
সাজবে ফাগুনের রঙে।
সঙ্গম পিয়াসী মধুকর চির উন্মাদ ফুলের পরাগে
উজ্জীবিত করতে নিজেকে।

ঝিলে জলে তাকিয়ে তুমি বললে, দেখেছ; এখনো রয়েছে অতিথি পাখিরা।
আমি তাকিয়ে দেখলাম। তুমি আমার হাত দু'টি তোমার নরম হাতের
মায়ায় জড়িয়ে বললে, আমায় ছেড়ে যাবে না তো?
ছেড়ে যাবে! যদি মরন হয়।
তুমি আমার ঠোঁটে তোমার ভালাবাসা মাখা আঙ্গুলগুলো
চাঁপা দিয়ে বললে, কি অলক্ষুনে কথা বলছো।
দেখতে-দেখতে সূর্য হারালো তার সবটুক আলো।
মাহাকলের এই মাহাজাগতি খেলায় যেন আরো বেশি মধুময়
হয়ে উঠলো প্রকৃতি।
প্রকৃতি ? না কি আমার সমস্ত সত্তা?
আজও নিরব রাতে তারার দিকে তাকিয়ে সে কথাই ভাবি।
তুমি আমার অধর চুমে বলেছিলে, তোমায় এত ভালবাসি কেন, বলতে পারো?
উত্তর দেই নি আমি। কেবলই মনে হচ্ছি, সন্ধ্যা পেরিয়ে যাচ্ছে
বাড়ি যেতে হবে তোমায়।
তুমি বললে, আরো একটু বসিনা,
জীবনের এমন ক্ষণ তো বার-বার আসে না।

দুই

সেই ছিল আমদের শেষ দেখা।
পরদিন শুনলাম, দুদিন পরে তোমার গায়ে হলুদ।

পাত্র ভাল, আমার মতো বেকার ভবঘুরে নয়।
পড়ালেখা জানা শিক্ষত, শহরে বড় ব্যবসা আছে।
দেখতেও না কি সুদর্শন।

শুনে বিস্মিত হলাম। মল্লিকার বিয়ে!
তিন রাত, তিন দিন এক ফোটা পানিও মুখে দেইনি।
আসলে দিতে পারি নি। ঘুম ছিলনা চোখে,
বিনিদ্র জেগে-জেগে কাটিয়ে দিলাম।

শেষে মনে হলো বাউল চাচার কথা।
বড় উদাস কণ্ঠে বলতেন, ভালবাসার চেয়ে বড় আর কিছুই নেই সংসারে।
যা এত বড় তা স্পর্স করতে নেই, বুকের মাঝে রাখতে হয়।
সন্ন্যাস ব্রতে বেরিয়ে পড়লাম পথে।
ভালই তো, নির্মোহ, নির্বান জীবন ধারণ।
তোমাকে বোঝাতে পারবো না মল্লিকা-
কোথায় না ঘুরেছিল, এখন বাঙলার প্রতিটি
নতুন পুরাতন জনপদ আমার বুকের মধ্যে আঁকা।
সেই উন্মাদ চলার কথা মনে হলে এখনো শিউরে উঠি আমি।
কেন সেদিন ওভাবে পথে-পথে ঘুরেছি তা জানি না।
কিন্তু কেন যেন মনে হয় এক অদৃশ্য
ব্যথা ঘরে থাকতে দেয়নি আমায়।
সেই ব্যথাটাই আমকে ছুটিয়ে নিয়ে চলছে পাগলা ঘোড়ার মতো।

তিন
বহু দিন পরে পেলাম তোমার হাতের একটি দীর্ঘ চিঠি।
ঠিকানা কোথায় পেলে! এ যে দুর্ভেদ্য।
তোমার চিঠিতেই জানলাম, মনের ব্যকুলতার কাছে
দুর্ভেদ্য কথাটা থাকতে নেই।

তুমি লিখেছ, বায়ু তাড়িত শুকনো পাতার মতো মৃত জীর্ণ হয়ে
বেঁচে আছি আমি। বর্ণ গন্ধহীন আমার জীবন।
জানি, আমার উপর অভিমানেই তুমি ছেড়েছ সমাজ, সংসার।
তুমি কি আর ফিরে আসবে না।
ফিরে এসো।
সেই সন্ধ্যা এমনি করে সব কেড়ে নেবে বুঝতে পারি নি।
বাবা- মায়ের মুখ রাখতে বসেছিলম বিয়ের পিরিতে।
কিন্তু সংসার হলো না। দু'দিন যেতে না যেতেই ফিরে আসতে হলো।
কি করে সংসার হবে বলো, শুধু দেহ দিয়ে কি সম্পর্ক হয়।
মনের সেই হুতাশন যে আজও নেভাতে পারি নি।
তুমি ফিরে এসো।
চিঠি দিও। মিল্লিক।

চার

চিঠি পড়ে চোখে জল এলো।
বুঝি না, কোন মায়ার যাদুতে মন গেড়েছেন বিধাত।

বহুদিন জমে থাকা ব্যথা যেন মুহূর্তেই মিলিয়ে গিয়ে
নতুন রুপে অঙ্কুরিত হলো এক হাহাকার।

আমার এই পথ মিশে গেছে আজ
বহু পথের স্রোতে।
হৃদয় গ্রহন শেষ হলো মোর তোমার অশ্রু পথে।

মল্লিকা, মেঘ দেখে এখন আর ভয় হয় না আমার।
বৃষ্টির জলের আশায় চাতকের মতো বসে থাকি না আমি।
মৃতুকে বড় আপন মনে হয়।
জীবনকে মনে হয় বহু কালের প্রবঞ্চনার কুহেলীকা।
আমি এক নতুন পথের সন্ধ্যান পেয়েছি।
সেখানেই সুখ।
এখানে কাম-মোহ, ঈশ্বা-ঐশ্বর্য কিছুই নেই।
আছে জীবন।
ভাল থেকো। রুদ্র।

পাঁচ

তুমি সন্ন্যাসী।
সন্ন্যাস জীবন তোমার।
সমস্ত কামুকতা থেকে ব-হু দূরে তুমি।
তুমি জীবন বোঝ রুদ্র, বোঝ না জীবনের চাওয়া।
দেহ বোঝ না! নিরব রাতে কেমন করে কেঁপে-কেঁপে উঠে
তনু, আগ্নেয়গীরির মুখে সৃষ্ট মাহাকালে জ্বালা তুমি বোঝে না।
বৃষ্টি এলে অতনুগ্রাস করে না আমায়।
দেহের আদ্যপান্তে জীবিন হয় লুপ্ত জলকনা,
বৃষ্টির শব্দের মতো শিরা উপশিরায় টের পাই মৃদু কম্পন,
পিঠের শিরদাড়ায় জমে থাকা গুপ্ত লাভা,
আগ্নিগীরির মুখে গলিত হবার ছেলে
সদ্য পূস্পফোটা কুলির মতো আহত করে আমায়।
অলির গুঞ্জরণহীন ফুলের মতো ঝরে পড়ে মল্লিকা।

আমার বড় সাধ হয়, তোমার বুকে পিষ্ট হতে-হেতে
আমি পূর্ণ করি আমার নরী জীবনের সবটুকু!
বর্ষার জলের ধারায় ফুলে ফলে ভরে উঠুক
মল্লিকার শাখা-প্রশাখা।
এতে ভ্রষ্টা হবো না জানি!
যার সাথে অবিনশ্বর মন বাঁধা, নশ্বর পৃথিবীর এই নশ্বর
দেহের কিবা মূল্য আছে সেখানে।
রাখছি। তুমি ফিরে এসে রুদ্র। ফিরে এসো।

ছয়

আমি জীবনের সন্ধ্যান পেয়েছি।
এ এক অন্য জীবন।

পাহাড়ের গা ঘেসে ছোট নদী,
উপত্যকা, নাম নাজানা ঝর্ণা, সরু নদী,
চোখ ধাঁধানো সবুজ, তার ফাঁকে-ফাঁকে আদিবাসী গ্রাম।
প্রকৃতি যে এত সুন্দর হয়, তা কখনোই জানা হতো না
এখানে না এলে।
মাঝে-মাঝে ভাবি, নারী বেশী সুন্দর না কি প্রকৃতি?
আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দরী নারীর নিরাভরণ নগ্ন-তনু
বুকের পটে এঁকে খুটিয়ে-খুটিয়ে দেখেছি বহু বার।
পুরু ঔষ্ঠ-অধর, উন্নত বুক, লতার মতো হাত, চিকন কোমর,
যৌনধরা উড়ু, উড়ুশিথির অক্ষত রোমঞ্চিত যমুনা।
ভেবে-ভেবে উন্মাদ হয়েও মেলাতে পারি নি প্রকৃতির সাথে।
কেন জানো?
নারী যতটা না ভোলে, ভোলায় তার চেয়ে অনেক বেশি।
আর দেহ সে তো চির উন্মাদনার মোহনা।
পুরো পৃথিবী যেন সেখানে অশান্ত-অস্থির।
আর প্রকৃতি, চির শান্ত, সুখের কথা বলে যায় অক্লান্ত।
এই সব সবুজের হাতছানি আর নিরাভরণ জীবন
ফেলে, হয়তো আর ফেরা হবে না আমার।
ভাল থেকো। রুদ্র।

সাত

সন্ন্যাসী, তোমার পায়ে পড়ি,
তুমি ফিরে এসো।
তুমি না এলে যে কিচ্ছু ভাল লাগে না আমার।
কত দিন শোনা হয়নি রাতপোকার ডাক,
আজকাল জ্বলে না জোনাক পোকা।
চাঁদ দেখা, সে তো কবেই ভুলেছি।
তুমি বুঝবে না সন্ন্যাসী।
কি করে টান লাগে বুকে সুতোয়।
কোন নির্মোহ ব্যথা তাড়িত করে নিয়ে বেড়ায় অনুক্ষণ।
তুমি লিখছ নারী আর প্রকৃতির কথা।
তোমার ভাবানাকে প্রত্যাখান করছিনে আমি।
কিন্তু নারীও যে প্রকৃতিরই দান,
তা কি অস্বীকার করতে পারো।

যদি যেতে চাও যেও, মারতে হলে মেরো।
জীবন পেলে ডেকো, ভালবাসার
দিন ফুড়ালে, ফগুন দিনে গান কুড়ায়ে
গানে-গেনে গেঁথে মালা,
তোমার গলায় পড়িয়ে দেবো।
ঝরবে না ফুল রাত্রী দুপুর,
মিলন রাতে ভাঙ্গবে দুকুল,
পড়বে মনে রাতের তারা;
উঠবে জেগে কুসুম বালা,
সেই সে ভোরে ডাকবে আমায়

পাখির ডানায় সকাল ঘনায়,
দেখবো চেয়ে মেঠ পথে,
দাঁড়িয়ে আছ আপন মনে।

ভাল থেকো রুদ্র। চিঠি দিও। মল্লিকা।

আট

বহু কাল পর আমার একটি স্থায়ী বাসের ব্যবস্থা হয়েছে।
বিন্দি, মঙ্গু, রোরেল, মলয়-রা মিলে পাহাড়ের গায়ে একটি
ঘর তুলে দিয়েছে আমায়।
একটু দূরেই ছনের ছাওনি দিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে
ফাঁকা একটি ঘর।
সেখানে বসে ছাত্র পাড়াবো আমি।
জীবনে কিছুই তো হলো না।
স্বপ্ন ছিল দেশের জন্য কাজ করবো।
এখানে এসে সেই সুযোগটা হলো আমার।
এটা কি দেশে জন্য কাজ হবে না?
অবহেলিত মানুষগুলোকে নিয়েই কাটিয়ে দেব জীবনের বাকিটা সময়।
মল্লিকা, এখানে জীবন যে কতটা নির্মম, কতটা বঞ্চিত, তা
দূর থেকে অনুমানও করা যায় না।
আমার খাওবার ব্যবস্থা করে বিন্দি।
মেয়েটি ভারি সুন্দর।
না না, দেখেতে নয়, কথায়; আচরণে।
ওর ভক্তি দেখে সত্যিই গর্বিত মনে হয় নিজেকে।
ওদের ভাল মন্দ সব কাজের সাথে কখন যেন জড়িয়ে গেছি।
ওরাও আপন করে নিয়েছে।
তুমি কেমন আছে? জানিয়ে চিঠি দিও। রুদ্র।

নয়

জানলাম ছাত্র পাড়াও।
কেন, সে গায়ে কি ছাত্রী নেই।
না কি ছাত্রীদের উপর রাগ তোমার।
আমি কিছুই শুনতে চাইনা রুদ্র।
কোথায় কে অবহেলায় পড়ে আছে,
কোন সরকার কার সাথে শান্তি চুক্তি করছে,
তবুও শান্তির দেখা মিলছে না।
বঞ্চনা সয়ে-সয়ে মানুষ নির্বোধ হয়ে পড়ে আছে।
সাপের মুখে আস্ত ব্যাঙ, চি-চি শব্দে কষ্ট,
রাঙা রাজপথ, মিছিল আর শ্লোগানের মুখরতা,
আর্য আর অনার্যদের কলোহ,
ধীন গরীরে বৈষম্য, হাহাকার, হুতাশন।
আমি কিছুই শুনতে চাই না রুদ্র।
কে বুঝবে, কেমন করে শ্রাবণ রাতে ফাটল ধরে বুকের জমিন।
কেমন করে চৈত্রী খরায় আগুন লাগায় বুকের মাঝে।

আমি চাই শুধু তোমাকে। তুমি ফিরে এসো।
ভাল থেকো। মল্লিকা।

দশ

জানো, সেদিন গ্রাম থেকে চাঁদা তুলে
আমার জন্য একটি রেডিও কিনে দিয়েছে ওরা।
বিজ্ঞানের অশির্বাদে এই জংলা জায়গায় বসে প্রতিদিনই শুনছি
কত সব নতুন পুরাতন খবর।
বি বি সি বাঙলা, ভয়েজ অপ আমেরিকা, রয়টার,
তাছাড়া আমাদের বঙলাদেশী সেন্টারগুলোতো আছেই।
খবর শুনতে পাওয়া যায় প্রতি ঘন্টা।
কত সব নতুন নতুন সেন্টার হয়েছে এখন।
এক-এক সময় মনে হয় রেডিওটি না হলেই বরং ভাল হতো।
শুনতে হতো না, খুন, ধর্ষণ, শিশু হত্যা, নরী হত্যা,
শোষন, নির্জাতনের খবর।
পৃথিবী জুড়ে চলছে পূঁজিতন্ত্রের রমরমা আগ্রাসন।
সভ্যতার নামে অসভ্যতা, শাসনের নামে শোষণ,
গনতন্ত্রের অপপ্রচার, ভুলণ্ঠিত নৈতিকতা, মানবাতা।
আমাকে ফিরতে বলো না, তোমাদের তথাকথিক সভ্য সামজে।
এখানে প্রকৃতির সরল মানুষগুলোকে নিয়ে বেশ ভালই আছি আমি।
আমাকে থাকতে দাও।
আমি এদের মধ্যে ঘটাতে চাই আত্মার উন্নতি।
এই নশ্বর পৃথিবীতে যদি অবিনশ্বর আতার উন্নতি ঘটে
তাহলে হয়তো একদিন পূর্ণ হবে আমাদের স্বপ্ন।
আমারা তো তাই চেয়েছি মল্লিকা।
ক্ষুধায় মরবে মানুষ, থাকবে না প্রতারণ, অবিচার,
অন্যায় দূর হবে, বঞ্চিত হবে না কেউ, সাম্যতা অপার
আশির্বাদে মানুষ হবে আলোকিত।
এখান থেকেই না হয় শুরু হলো আলো যাত্রা।
একদিন বাঙলার পথ ছাড়িয়ে ঘুরবো
পৃথিবীর পথে পথে।
তুমি ভাল থেকো।
হয়তো আমার কর্মই বাঁচিয়ে রাখেবে আমারয়। আর
তোমার ভালবাসা তো রইল আমার সাথে।
চিঠি দিও। রুদ্র।

এগারো

জানি রুদ্রকে বাঁধা যায় না,
না প্রেমে, না ছলে, না কাম - না মোহে।
তার বুকে পাহাড় সমান আগুন,
মল্লিকা তাকে রুখবে কি করে।
এতটা জল কি আছে মল্লিকার বুকে।
বুকে জমা যেটুকু জল, তা তো নিঃশেষ হয়েছে সেই কবেই।
এখন বহু কষ্টেও কান্না পায় না আমার।

সন্ন্যাসী, তোমার সন্ন্যাস বাসে কল্যাণ হোক সবার।
আমি প্রতিক্ষায় রইলাম।
সন্ন্যাসিনী হয়ে নয়, তোমার ভালবাসার মানুষ হয়ে।
তোমার কাছেই তো শিখেছি, যে ভালবাসতে জানে,
সেই মহামানব, মানবী।
ভালবাসা নিও। ভাল থেকো রুদ্র।
তোমার মল্লিকা।

সমাপ্ত।

অন্যায়

কাজী সাইফুল ইসলাম।

অসৎ কর্ম মানুষের অন্তরে ভয়, অনাস্থা এবং নরকের জন্মদেয়। কখনো অন্যায় করো না। অন্যায় আত্মাকে সংকুচিত করে সংকীর্ণতায় ঢেকে রাখে। তোমার প্রতিবেশী যদি তোমার দ্বারা নিরাপদ বোধ না করে, এর চেয়ে দুঃখের আর অপরাধের কিছুই হতে পারে না। তুমি তোমার প্রতিবেশির মনে অশান্তি ঢেলে দিও না, শান্তির দূত হয়ে দেখা দাও। এতেই মঙ্গল হবে তোমার।

যদি অদৃশ্যকে বিশ্বাস করো, তবে পবিত্র গ্রন্থের অদেশ মেনে চলো। এটা মানব মুক্তির পথ। মানবতা এবং শান্তির পথ। আর যারা অদৃশ্যে বিশ্বাসী নয়, তাদের কাছে সবিনয় নিবেদন তারা যেন ফুলের গন্ধকেও অবিশ্বাস করে। সেটাও অদৃশ্য। এমন অনেক অদৃশ্য রয়েছে যা শুধু অনুভব করা যায় ইন্দ্রিয় দ্বারা। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-ভালবাসা, মোহ-লোভ, হিংসা, আত্মা, বায়ু এবং বাতাসের মধ্যকার বহু উপকরণ। আসলে যা কিছু বড়, তাই অদৃশ্য।

এক জন নিরক্ষর অজ্ঞ মানুষ কি করে বুঝবে বাতাসের মধ্যে কত কি রয়েছে, সেগুলো নিঃশ্বাসের সাথে ঢুকে বাঁচিয়ে রাখে আমাদের। পৃথিবী ঘুরছে বিধাতার নির্দেশে। কিন্তু কোন প্রক্রিয়ায় ঘুরছে এই পৃথিবী ? পৃথিবীর বয়সই বা কত ?

পবিত্র আত্মা কখনোই অন্যায় গ্রহণ করে না। আর পবিত্র আত্মারই আগমন ঘটে ধরণীতে। আত্মার উপর অন্যায়কে চাপিয়ে দিলে তা সকল সুখ এবং স্বর্গ থেকে পতিত হতে থাকে। তুমি তা করো না। পাপ তোমার বাহ্যিক এবং অন্তরীণ সকল সৌন্দর্য কেড়ে নেবে। তুমি পাপ করো না। দমন করো তোমার রিপুকে, দেখবে পাপ বহু দূরে চলে গেছে তোমার কাছ থেকে।

আমরা হয়তো ভুলেই যাই আত্মা অবিনশ্বর। দেহ আর পৃথিবী নশ্বর। দেহ নিঃশেষ হয় অল্প ক্ষণেই। কিন্তু আত্মার ঘটে অন্তর্ধান। পূন-উত্থানের উদ্দেশ্যে অদৃশ্যলোকে গমন করে আত্মা।

তুমি ভ্রষ্ট পথের পথিকের পথ অনুসরণ করো না। তোমার দেহ আবৃত করে রাখ সভ্য বসনে। দেহ দেখে যেন মানুষের কোন প্রবৃত্তি না জাগে। অনাবৃত সব কিছুই মূল্যহীন। বৃক্ষ বৃন্তে ঝুলে থাকা ফলটিও নিজেকে মূল্যবান করতে বাকলে আবৃত হয়ে থাকে। তোমার আচরণে যেন কেউ কষ্ট না পায়। মনে রেখ তোমার দ্বারা অন্যের ক্ষতি, বুমেরাং হয়ে তোমার কাছেই ফিরে আসবে একদিন। আসবেই।

কোন নারীকে অন্তপুরবাসিনী হয়ে জড়ো পদার্থের মতো ঘরে বসে থাকতে বলছি না। আত্মার পূর্ন বিকাশে জ্ঞান বা আলো আবশ্যক। তাই তোমাকে চলতে হবে পৃথিবীর পথে। দেখতে হবে, জানতে হবে, পড়তে হবে, শিখতে হবে, শিখাতে হবে, ভাবতে হবে, আত্মার খোঁজ করতে হবে, মানুষের সাথে মিশতে হবে।

যদি তোমার উদ্দেশ্য সুন্দর হয়। দৈহিক এবং মানসিক পবিত্রতা থাকে, তাহলে মঙ্গল আলো দান করে পৃথিবীকে আলোকিত করতে পারবে তুমি। বহু নারী সেভাবে আলোকিত করে গেছে পৃথিবীকে। রূপ দিয়ে নয়, অন্তরের মঙ্গল আলো জ্বেলে। হেলেন কেলার, মেরি কুরি, ফ্লেরেন্স নাইটিঙ্গেল, বেগম রোকেয়া, নুরজাহান, রানী এলিজাবেথ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, মাদার তেরেসা, বকি জেবুন্নিসা, রিজিয়া, চাঁদ সুলতানা, কুমুদ্দিনী মিত্র, সরোজিনী লাইডু আরো অনেকেই।

নিজেকে নারী, অবলা, অসহায়, শক্তিহীন ভেবে কর্মহীন হয়ে বসে থেকো না। মনে-মনে কখনো বলো না আমি পারবো না। নিজেকে মানুষ ভাবো। শরীরের গৌরবে অহংকার করো না। সেই অহংকার একদিন তোমাকে পরম দুঃখের মাঝে পতিত করবে।

তুমি সুখের জন্য উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থেকো না। ছুটে-ছুটে শুধু নিঃশেষই হবে। সুখ, দুঃখ তোমার অন্তরে। গভীর আঁধারে ঢাকা নিশুতি কোন রাতে নিজের অন্তরে তাকিয়ে দেখ, তুমি সুখী হবে। সংসারের দৃশ্যমান অনেক কিছুই মূল্যহীন। যার পিছু নিয়ে ছুটতে গিয়ে প্রতিনিয়ত খানাখন্দে পরছি আমরা। বড় মূল্যবান ভেবে ছুটছি সুন্দর দেহ, অর্থ, সম্পত্তির পিছনে। আমরা দূরে যাচ্ছি প্রেম, ভালবাসা এবং ধর্ম থেকে।

প্রেকৃতির সৌন্দর্য-মুগ্ধতার মধ্যে বড় পবিত্রতা রয়েছে। প্রশস্ত নদীর কাছে গেলে মন উদার হয়। সমুদ্রের গর্জন, বিশালতা, বায়ু প্রবাহ, পাহাড়, চাঁদ, নক্ষত্র মানুষের মনের প্রশান্তি সঞ্চয় করে। সঞ্চলিত হৃদয়ে প্রকৃতি-প্রেমে মানুষের অন্তর প্রশস্ত হয়ে উঠে। মানুষ হয় উদার, সুকর্মের প্রতি মনোযোগী।

সময়কে অনর্থক অন্যায়, নোংরা, নগ্ন, দুষিত, মন্দ ভাবনায় নষ্ট করো না। সুন্দর এবং সৃষ্টি নিয়ে ভেবে নিজেকে পূর্ন করো। তাতে পৃথিবীও হয়ে উঠবে শান্তিময়। পার্থিব স্বর্গ-নরক হচ্ছে অন্তর।

অন্তরের পথের পরিব্যক্তি সীমাহীন। মাহাকাশের মতো। বাহ্যিক দর্শন-ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ কোন মানুষের জনা হতে পারে শুধু মাত্র একটি ঘর, একটি পথ, একটি শহর, একট দেশ বা একটি পৃথিবী। এবং তার অন্তরে পথের সীমাতে তাতের সীমাবদ্ধ। আবার জন্ম থেকেই চোখে দেখতে পায় না এমন কারো অন্তরের যদি থাকে পৃথিবীর সহ মাহাকাশের খবর। তবে তার অন্তর মাহাকাশের মতোই বিশাল। যদি সে জানে মাহাকাশের এক একটি নক্ষত্র এই পৃথিবীর কোটি গুণ বড়। মাহাকাশে রয়েছে অগনিত নক্ষত্র, রয়েছে অগনিত ছায়াপথ, কৃষ্ণগহ্বর।

এন্টারিস (Antares), ভি ওআই ক্যানিস ম্যাজোরিসি" (The VY Canis Majoris) এর একটি তারকার মধ্যে ৭ কুআড্রিলিঅন (7 Quadrillion) এর সমান পৃথিবী দিয়ে পুরণ করা যাবে অতি সহজেই। ১ কুআড্রিলিঅন = ১ এর পরে ১৫ টি শুন্য যোগ হবে। পালসার (Pulsar)-এর মতো কোটি-কোটি নক্ষত্রে গঠিত হয়ছে ছায়াপথ। সেই রকম কোটি-কোটি ছায়াপথ বিস্তৃত মাহাকাশে। এই কোটি-কোটি আলোকবর্ষ দীর্ঘ পথের পরিব্যপ্তি যেন মানুষ অন্তরের পথ।

সুন্দর ভাবনা হৃদয় কুপ খননে সাহায্য করে। তুমি তাই করো। আর পার্থিব সুখের আশায় মোহগ্রস্থ হয়ে পড়ো না। সূর্য উদয়ের পথ অনুসরণ করো। মানুষ হয়ে মানুষের সাথে অন্যায় করো না। এর চেয়ে মন্দ কাজ জগৎ-এ আর একটি ও নেই। প্রত্যেকটি মন্দ কাজের জন্য অনুশোচনা করো বার-বার। এই অনুশোচনাই তোমাকে সভ্য সুন্দর পবিত্র করে গড়ে তুলবে একদিন। অনার্য লোকের কোন অনুশোচনা নেই। তুমি তাদের দলে হেঁটো না কখনোই। নিজেকে সুন্দর করো। নিজের মঙ্গল এবং মানুষের মঙ্গলের জন্য।

সমাপ্ত।

'ভ্রান্তপথ'

কাজী সাইফুল ইসলাম

নিঃসন্দেহে মানুষ তার অব্যক্ত ধরণাগুলো ধারণ করে সে নিজেই। তার অন্তঃইন্দ্রিয় এবং মস্তিস্কে। মানব মনেই এই অব্যক্ততা কখনো-কখনো নিজের কাছেই মনে হয় কুহেলিকায় আচ্ছাদিত মহাইন্দ্রজালিক এক খেলা। তবে এর পরিব্যপ্তি বিশাল।

মানব মনের অব্যক্ত ভাবনা এক সময় প্রকাশ হতে থাকে তার কর্মে। যেমন, কোন পথভ্রষ্ট মানব-মানবী তার ভুল বুঝতে পেরে একবার যদি তার অন্তরের অবলম্বন হিসেবে বেছে নেয় ধর্মকে, তবে একদিন সে ধার্মিক হবেই এবং তার পথ হবে দেবালয়ে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা যাই বলি না কেন।

আবার যদি কোন সুপথগামী মানব-মাবনীর ভাবনার স্থান ডুবে থাকে কাম, মোহ, মাত ও মৎসয্যতা। তবে সে রিপুগ্রস্ত হবে। আর তখন তার পথ পতিতলয়, রঙ্গালয়, কমচরিতার্থের মোহনায়।

পথ দু'টি। একটি আলো অন্যটি অন্ধাকার। আলোর পথ স্বচ্ছ। বহু দূর থেকে যাকে অবলোকন করে চলতে পারা যায়। আঁধার, অনির্দিষ্ট, অস্বচ্ছ ঘনঘোর কুয়াশার মতো। সম্মুখের এক পা জায়গাও অচেনা। তাই এর পথ অপ্রসস্থ, সংকীর্ণতায়, কুহেলিকায় ঢাকা।

মানব সৃষ্টির পর থেকেই আলো হাতে বহু ধর্ম-যাজক এবং বহু মহামানব তাদের অন্তরে আলো ধারণ করে এসেছে এই পৃথিবীতে। তাদের উদ্দেশ্য এক এবং অভিন্ন। তা হচ্ছে পৃথিবীকে সভ্য সুন্দর সংবেদনশীল করা। কিন্তু যুগে-যুগে তাদের অনেকেই হয়েছে মানুষের কাছে লাঞ্চিত, সহ্য করতে হয়েছে অনেক গঞ্জনা, হতে হয়েছে বহু প্রবঞ্চিত।

আবার সকল মানুষই অসভ্য, অবিশ্বসীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কেউ-কেউ সেই অন্ধকারের মাঝেও আলোকিত মানুষগুলো থেকে আলো গ্রহন করে রেখেছে তাদের চিন্তা চেতনায়। আর সেই আলো অন্তরে ধারণ করে নিঃস্বার্থে বিলিয়ে যাচ্ছে মানুষের মাঝে। হয়তো এভাবেই বিলিয়ে যাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম।

আলো আঁধারের মতো সৃষ্টির সব ক্ষেত্রেই রয়েছে দু'টি দিক। তার মধ্যে থেকেই মানুষ তার মেধা দিয়ে খুঁজে নেয় সরল পথ।

শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন। কিন্তু এখানে আছে দু'টি পথ। সু-শিক্ষা আর কু-শিক্ষা। শিক্ষা সব সময় মানুষকে আলোকিত করে না। কখনো-কখনো আন্ধকারেও ঠেলে দেয়।

সু-শিক্ষা মানুষকে করে সভ্য আলোকিত। আর সভ্য মানুষের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে এবং সে চিনে নিতে পারে সত্য সুন্দরকে। ধর্ম, সু-শিক্ষা, সংস্কৃতি, মাতৃভাষা, দেশপ্রেম, চরিত্র সংরক্ষণে সতত তাদের থাকে জাগরুক দৃষ্টি। অশুভ উদ্রেক-কে নিঃশেষ করতে পারে তার।

উদ্দেশ্যহীন মানুষ যদি নিজেদেরকে সভ্য দাবি করে তাহলে ব্যাপারটা হয় সত্যিই খুব হাস্যকর। শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞান আহরণ। কখনো-কখনো তার ব্যতিক্রমও দৃশ্যমান। তারা পথভ্রষ্ট। তাই বলে শিক্ষার উদ্দেশ্য বিলিন হয়ে যাবে না।

পৃথিবীর আদিতে হাইডেলবার্গ তার পরে লিওনডালথেল জাতি মানুষেরা প্রথম শুরু করে গুহায় বাস। তখন তারা লজ্জা নিবারণের জন্য বেছে নেয় বৃক্ষ লতা-পাতা আর পশুর চামরা। তারও আগে মানুষ যখন গুহায় বাস শেখেনি তখন লজ্জা নিবারণের কথা ভাবেনি মানুষ।

সে ছিল অসভ্য পশু মানুষের ভেদাভেদহীন অন্ধকারের এক কঠিন সময়। যৌনতা চলতো যত্রতত্র, শিক্ষাহীন, অনুভূতিহীন মানুষের জীবন ধারণ ছিল গাছের ডালে-ডালে। পশু শিকার এবং আগুনে না ঝলসেই খেতে হতো তাদের। পোষাকহীন নগ্নতাই ছিল তার সামাজ ব্যাবস্থ বা তখনকার কালচার।

এটা তাদের অপরাধ নয়। কারণ, সেই সময় তারা বুঝতেই পরতো না, শরীরের আবরণ কাকে বলে, বিয়ে কি, সংসার, ধর্ম, সভ্যতা, শিক্ষা, মানবতা, নির্যাতন, আলো, আঁধার, এগুলো কি ? এই সবের পার্থক্য কি?

তারও বহু-বহু বছর পরে আসে সভ্যতা বা বিশ্ব অগ্রগতি যাই বলি না কেন। আধুনিক এই সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা দেখি শিক্ষা, সংস্কৃতি, মানবতা হতে শুরু করে খাদ্য পোশাক এমনকি পৃথিবী থেকে বেরিয়ে মানুষ চলছে মহাকাশ আবিস্কারের সন্ধানে।

সব জেনে-শুনে যে অপরাধ করে, সেই অপরাধী সৃষ্টিকর্তার কাছে তো বটেই, মানুষের কাছেও তার অপরাধের ক্ষমা অমার্জনীয় । একটি হচ্ছে জেনে বুঝে অপরাধ করা আর একটি হচ্ছে নাজেন নাবুঝে আপরাধে জড়িয়ে পড়া। এই সংঘঠিত কর্ম দু'টির মধ্যে অবশ্যই বিস্তর ব্যবধান রয়েছে।

অপসংস্কৃতি, অঙ্গ-আবরণের দৈন্যতা, অন্ধঅশুভঅনুকরণ শুধু কোন নির্দিষ্ট মানুষকেই নয়, পুরো জাতিকে নিয়ে দাঁড় করায় ইতিহাসের আস্তাকুড়ে।

যুগ-যুগ ধরে সভ্যতার জন্য মানুষের যে যুদ্ধ, সেই সভ্যতার একটি বিশেষ দিক হচ্ছে পোশাক। মানুষ যখন ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র 'টোটেম' সমাজ বদ্ধ হতে থাকে তখন থেকেই মানুষের চেষ্টা অঙ্গ-আচ্ছাদনের। মানুষ বুঝে নিল আবরণমুক্ত খোলা কোন বস্তু মূল্যহীন, অগন্য। গাছে ঝুলে থাকা বাকল যুক্ত একটি ফল একজন ক্ষুধার্তদের কাছে মহামূল্যবান। অথচ সেই ফলই যদি বাকল মুক্ত হয়ে পড়ে থাকে গাছের তলায়, তাহলে বহু-ক্ষুধার পরেও সেই ফল ভোগে নিরুদ্দেগ হবে ক্ষুধার্ত মানুষটি। মানুষও তার ব্যতিক্রম নয়। পুরুষ কিংবা নারী।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে সময়ের সাথে-সাথে আবার সৃষ্টির আদিতে চলে যাচ্ছে মানুষ। অন্য কোন দিকে নয়, পোশাকে।

যারা নিজেদের সভ্য বলে দাবি করছে, বিশেষ করে পশ্চিমা ধনী দেশগুলো, সেখানে নারীদের পোষাক বারাবারি রকমের ছোট হতে-হতে প্রায় নগ্ন রূপ নিয়েছে এখন। এদের মধ্যে পোষাক হীন অনেকেই। নাভী তলদেশে ছোট একটি আবরণ আর পুরো শরীর জুড়ে ঠাঁই পাচ্ছে বিভিন্ন রকমের আঁকা-ঝোকা। তা নিয়েই তার ঘুরে বেড়ায় পুরুষের কাম উত্তেজনা জাগাতে। এই পদ্ধতিকে যে যাই বলুক, অন্তত পোষক বলা যায় না।

কোন পুরুষের লোলুপ দৃষ্টির লালসা হয়তো মিটবে সেই রঙ করা দেহে, কোন মাতালের ঘোলা দৃষ্টির উন্মত্ততা হয়তো বাড়বে শতগুন, কোন কাম উত্তজোক অবাধ্য যৌবন পিপাসুর রক্ত হয়তো বিদ্রোহ করে উঠবে বারবার। কিন্তু তাতে না হবে সংসার, না হবে সভ্যতার পথে হাঁটা।

যারা নিজেদের মানবতাকমী সভ্য বলে-বলে মুখে রক্ত তুলছে তাদের এই সব অপসংস্কৃতির অকরুন ভয়াবহ উত্তাপে সমগ্র পৃথিবী যেন আজ দিশেহারা। মানুষ ছুটছে দিকবিদিক।

পোষাকের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহকে আচ্ছাদিত করে রাখা। সেই উদ্দেশ্যকে এমন ভাবে ভ্রান্তির মুখে দাঁড় করিয়েছি আমরা, সে কথা ভাবলেও গায়ে কাঁটা দিতে থাকে সর্বক্ষণ। যদি পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেকার চিত্র ও সমাজিক ব্যাবস্থায় নারী-পুরুষের চলা ফেরা এবং এই সময়ের সাথে হঠাৎ করে পাশাপাশি চিত্রায়িত করা যায়, তাহলে মানুষ সত্যি অনুধাবন করবে পোষাক কতটা ভয়াবহ সর্বনাশা রূপ ধারণ করছে মানুষের অজান্তে ও অজ্ঞতার জন্য। ধীরে-ধীরে আমাদের চোখের সম্মুখে ব্যাপারগুলো ঘটে চলছে বলে আমারা বুঝতেও পারছি না। আবার কেউ হয়তো বুঝেও মুখ বন্ধ করে আচে, কেউ হয়তো বলছে আধুনিক যুগ তাই।

মানুষ অনুকরণ প্রিয়। কিন্তু আমরা যদি নিজেদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য-কে বিকিয়ে দিয়ে অপসংস্কৃতির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ি, তাহলে আমারদের হারাতে হবে জাতিগত সভ্যতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, এমনকি সংসার, ধর্ম।

পশ্চিমা নারীদের অঙ্গভঙ্গি এবং ছোট পোষাক বা নগ্নতা আকৃষ্ট করে পুরুষের দৃষ্টিকে। সেটা তাদের কালচার। কারণ কোন বন্ধনে আবদ্ধ হাবার মতো সামাজিক সভ্যতা বা ধর্মীয় অনুশাসন নেই তাদের। এক কাপ কফি খেতে-খেতে বা খানিকটা মদের নেশায়, চিরদিনের অচেনা কোন মানুষকে মুহূর্তেই আপন করে নিয়ে বিছানায়-বন্ধুত্বেও কোন দ্বিধা নেই তাদের। যেন সহস্র বছর পুরাতণ অন্ধকারের ঢাকা বর্বর মানুষগুলোর মতো।

কিন্তু এই বাঙলা সহ ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতি, বিশেষ করে বাঙ্গালীদের জীবন যাপনে আছে গভীর একটি প্রাণের টান। এখানে প্রাণের টানে মানুষের সাথে সম্পর্ক হয় মানুষের। দেহ বা যৌবনের উন্মদনায় সম্পর্ক গড়ে উঠে না কারো সাথে কারো। এখানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেউ কখনো বলে না অতনু-মিশ্রনের কথা।

এখানে প্রেম মানুষের অন্তরে উৎগত হয় শাখে-শাখে নব পুস্প পত্রের মতো। স্নেহ, মমতা, আদর, ভালবাসা আর বধু বাহুবাসের মিলন ঘটে বহু প্রতীক্ষার পর। পবিত্রতার গাঢ় সিতকারে-সিতকারে শিহরণ জাগিয়ে তোলে মানব-তনুর প্রতিটি কোষে। কখনো-কখনো সেই ভালবাসামাখা পূর্ণজন্ম হয় কোন আগন্তুকের।

কিন্তু ইদানিং কলে আমাদের তরুন সামাজের দিকে তাকালে বড় ভয় জাগে মনে। অপসংস্কৃতির জোয়ারে যেন বানের জলের মতোই ভেসে যাচ্ছে সব। বিদেশী অশুভ-অনুকরনে আধুনিক হবার প্রবনাতা তাদের অন্তর যেমনি পরিপূর্ণ, তেমনি ছোট পোষাকের বাড়াবারি এতই বেড়েছে যে, নারীর যৌবনপূর্ণ অঙ্গ ভাঁজের মধুরতা সেখানে বড়ই স্পষ্ট। এই অঙ্গে দৃষ্টি পড়লেই কাম-প্রবৃত্তির জোয়ারে, ভালবাসা যেন হারিয়ে যেতে থাকে চির তরে! প্রেমের ছিটেফোটটুকুও থাকে না কোথাও। যেন এক কামউন্মাদনায় ডুবে থাকে সমস্ত চরাচর। সূর্য অবধি ঢেকে দিতে চায় গাঢ় আঁধারে!

সব কাজের একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমেনি ভাবে একজন রুপোপজীবিনীর কাম-উদ্রেকের পোষাকের উদ্দেশ্য হচ্ছে খদ্দের আকর্ষণ। একজন ইউরোপিয়ান নারীর নগ্নতার উদ্দেশ্য হচ্ছে, শত পুরুষের বাহুবাস। তেমনি একজন ধার্মিক, সভ্য নারী নিজেকে সুন্দর বসনে আচ্ছাদিত করে রাখার উদ্দেশ্য, নিজের সম্ভ্রম অক্ষুন্ন রাখা। সভ্যতার পথে চলা। পুরুষের ক্ষেত্রেও ঠিক একই কথা প্রযোজ্য।

আমাদের এই দেশে নব-যৌবন ধরা যুবক-যুবতীদের অবশ্যই পোষাকের উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যক। উদ্দেশ্যহীন মানুষ নিশ্চয়ই আধুনিক বা সভ্য বলে নিজেকে দাবি করতে পারে না। নগ্ন শরীর বা কাম উত্তেজক পোষাকে আর যাই হোক প্রেম হয় না। যদি কাম-চরিতার্থ বা খদ্দেরের খোঁজে এই সব পোষাক কেউ পরিধান করে, তাহলে ক্ষোভ থাকবে না কারো। যদি তা না হয়, তাহলে অবশ্যই তারা উদ্দেশ্যহীন মানুষ। অসভ্য-অনুকরণে পটু। তাদের মাধ্যে যদি প্রেম বা সভ্যতার লেশমাত্র থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই তারা পোষাকের গুরুত্ব বুঝবে।

সমাপ্ত

কাজী সাইফুল ইসলাম
kazi.murad@yahoo.com
KSA